দৈনিক সংবাদ

তারিখ 03 NOV 1997
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের জবাবদিহিতা

অভিযোগটা বহু পুরনো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা পড়ান না, ছাত্রদের পড়াতে তাদের উৎসাহ নেই। কোর্স শেষ হওয়ার আগেই বছর ফুরিয়ে যায়। পরীক্ষার খাতা পড়ে থাকে মাসের পর মাস। এ ধরনের ঢালাও অভিযোগ মাঝে মাঝেই সংবাদপত্রের পাতায় দেখা যায়। একথা সত্য যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও কিছু নিষ্ঠাবান শিক্ষক আছেন। তবে তারা সংখ্যালঘিষ্ঠ। দেশের অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষদান পরিস্থিতি ঢাকার মতই বলে আন্দাজ করা যায়।

সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষদ ডিন, বিভাগপ্রধান ও ইন্সটিটিউট ডিরেক্টরদের এক যৌথ সভায় বিষয়টি আলোচিত হয়। তাতে শিক্ষকদের জবাবদিহিতা এবং একাডেমিক কার্যকলাপের অগ্রগতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কতিপয় সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কোন্ শিক্ষক ক'টা করে ক্লাস নিচ্ছেন তার সাপ্তাহিক রিপোর্ট এখন থেকে প্রণয়ন করবেন বিভাগীয় চেয়ারম্যান ও ইন্সটিটিউট ডিরেক্টররা। এই রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন পর্যায়ে মাসিক ও দ্বিমাসিক পর্যালোচনা হবে। সময়মত কোর্স শেষ করা এবং পরীক্ষা যাতে নেয়া হয় তার পদক্ষেপ নেয়া হবে। অর্থাৎ আধুনিক ম্যানেজমেন্ট স্টাইল বিশ্ববিদ্যালয়েও প্রবর্তন করার চেষ্টা করা হবে। শিক্ষকদের মেজাজ মর্জির উপর ছেড়ে দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা ও শিক্ষাদানের অবনতি হচ্ছে। আমরা এর সাফল্য কামনা করি এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও এ ধরনের কর্মসূচি দেখতে চাই।

বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০টি অনুষদ, ৪০টি বিভাগ ও ৭টি ইন্সটিটিউট আছে। সম্প্রতি এক চিঠিতে নাকি বিভাগীয় ও ইন্সটিটিউট প্রধানদের কাছ থেকে শিক্ষকদের তালিকা, তাদের ক'জন ছুটিতে এবং কি উদ্দেশ্যে তারা ছুটি নিয়েছেন তা জানতে চাওয়া হয়েছে। আরও জানতে চাওয়া হয়েছে কোন্ কোন্ শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে অর্থের বিনিময়ে কাজ করেন। এ সব তথ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের কাছে পাঠাতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনে যে তথ্য শূন্যতা বর্তমান তার দিকেই বিষয়টি ইঙ্গিত দিচ্ছে। রেজিস্টারের দফতরে এসব তথ্য থাকা উচিত ছিল। সেখানেও আধুনিক ম্যানেজমেন্ট স্টাইল প্রবর্তন করতে হবে। আপাতদৃষ্টিতে শিক্ষকদের সম্পর্কে তথ্য বিভ্রাট নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়চলছে।

শিক্ষকদের ভেতর থেকেই অভিযোগ উঠেছে। এক, জবাবদিহিতার অভাবে একডেমিক কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। দুই, শিক্ষকরা ছাত্রদের পড়ানোর চেয়ে খন্ডকালীন চাকরিতে বেশি সক্রিয়। তিন, শুধু বেতন ভাতা নয়, অনেক সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার পরও বহু শিক্ষক ক্লাস নেন না। চার, বহু শিক্ষক দিনের পর দিন ডিপার্টমেন্টে যান না। পাঁচ, শিক্ষকদের রাজনীতি করা বন্ধ না হলে নিয়ম-শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত হবে না। ছয়, রাজনীতির কারণে অনেক শিক্ষক নিয়মনীতির পরিপন্থী কাজ করেও পার পেয়ে যান।

ছাত্রদের অভিযোগের মধ্যে আছে ঃ শিক্ষকদের ক্লাস নেয়াটা অত্যন্ত অনিয়মিত, কোন একটা দিনে তারা যে ক্লাস নেবেন না এটুকু আগাম জানিয়ে দেয়াটা তাদের নৈতিক দায়িত্ব বলে মনে করেন না, ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলার সময় তাদের কখনই থাকে না ইত্যাদি। আপাতদৃষ্টিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কও অনেক নিচে নেমে গেছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ শিক্ষক তাদের আচরণ ও রাজনীতির জন্য ছাত্রদের শ্রদ্ধা অর্জন করতে পারছে না।

একদিকে ছাত্র রাজনীতি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশকে বিষিয়ে তুলেছে। অন্যদিকে শিক্ষকরা দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়ে শিক্ষাদানের ঐতিহ্যকে কলুষিত করে ফেলেছেন। পরিস্থিতির উন্নতির জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক পদক্ষেপ কতটা ফলপ্রসূ হবে তা নির্ভর করবে শিক্ষকদের সদিচ্ছার উপর। যারা শিক্ষক সাধারণের কার্যকলাপ মনিটর করেন, তারা নিজেরা জবাবদিহির কি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তার ওপরও অনেকটা নির্ভর করবে সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়নের ভবিষ্যৎ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ন্যূনতম জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা না হলে শিক্ষা ব্যবস্থার অধোগতি রোধ করা যাবে না।